আমার দেখা অমরেন্দ্র চক্রবর্তী, এক বিস্ময়মানব

যশোধরা রায় চৌধুরী

নিরক্ষর অগ্নি, তোকে কী করে লেখার কথা ভাবি?— অমরেন্দ্র চক্রবর্তী

২০১৫ সেটা। অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে আশ্চর্যভাবে আমার আলাপ হয়েছে বাংলার মাটিতে, কলকাতায় না। আলাপ হয়েছে আমেরিকাতে। হিউস্টনে নর্থ আমেরিকান বেঙ্গলি কমিউনিটির বার্ষিক উৎসবে। সাহিত্য আলোচনার মঞ্চে। আলোচনায় কী বলেছিলাম মনে নেই। তবে সেটা শেষ হবার পর অমরেন্দ্র চক্রবর্তীর সঙ্গে প্রথম কথোপকথনের, প্রথম আলাপের মওকা। এত নামী মানুষ, আমি কিছুটা ফর্মাল। তিনি আমাকে নিচু গলায় বলেছিলেন, আপনার নাম শুনেছিলাম, তারপর আপনি এখানে এসেছেন জেনে একজন প্রিয় কবির কাছে জিজ্ঞাসা করে আপনার সম্বন্ধে ভালো ফিডব্যাক পেয়েছিলাম। এখন দেখছি তিনি ভুল বলেননি।

সে চিরন্তন স্মিতহাসিটি হাসলেন অমরেন্দ্র, আর সেই থেকে যোগাযোগ থেকে গেল আমাদের। বিদেশের বাঙালিদের কাছে বাংলা সাহিত্যের কথা তুলে ধরতে পেরেছিলাম আমরা সবাই এক মঞ্চে থেকে, এ এক বড় পাওয়া। তারপর 'কালের কষ্টিপাথর'-এ লেখার সুযোগ পেয়েছি। ফেসবুকে আমার কোনও পোস্ট তাঁর ভালো লেগেছে, মন্তব্য করেছেন। এইভাবে অমরেন্দ্রদা নিকট বন্ধুজন আজ।

ছোটবেলায় বিস্ময় বালক নামে একটা শব্দ খুব শুনতাম। আমাদের আশেপাশেই আছেন বিস্ময়াবিষ্ট করে দেওয়া সেই সুপার ম্যানেরা, আজও মাঝে মাঝে টের পেয়ে যাই। সেরকমই একজন হলেন শ্রদ্ধেয় অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। একজন পলিম্যাথ টাইপ ব্যক্তি। ওই লিওনার্দো দাভিঞ্চি টাভিঞ্চির গল্প যেরকম শুনেছি একদা।

কবি, ঔপন্যাসিক, শিশুসাহিত্যিক, খুব মননশীল কিছু পত্রিকার সম্পাদক, চিত্রকর, বিশ্বপথিক, ফোটোগ্রাফার, ভ্রমণ সংক্রান্ত চলচ্চিত্র নির্মাতা, এই সবক'টি টুপিই পরিধান করে আছেন এই মানুষটি। বাঙালিকুলে ইনি যেন মঙ্গলগ্রহ থেকে আগত এক বহিরাগত, এতটাই তাঁর এনার্জি লেভেল, এতটাই প্রাণবন্ত ও সৃষ্টিশীল অমরেন্দ্র চক্রবর্তী নামক বিস্ময়মানব।

শিশুসাহিত্যিক অমরেন্দ্রর সঙ্গেই আমার পাঠক হিসেবে প্রথম পরিচয়। 'হীরু ডাকাত' এবং 'শাদা ঘোড়া' এই দুই বইয়ের জন্য তিনি ভারত বিখ্যাত। 'শাদা ঘোড়া'

বহু ভাষায় অনুবাদ হয়েছে। এছাড়াও তো আছে তাঁর আরও কিছু বই, ছোটদের জন্য। 'গৌর যাযাবর', 'গরিলার চোখ', 'ছেঁড়াকাঁথার গল্প', 'আমাজনের জঙ্গলে', 'বরফের বাগান'।

রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'সহজ কথা যায় না বলা সহজে'। সত্যিই তাই। সহজ কথার মধ্যে দিয়ে মানুষকে আকৃষ্ট করা ও টেনে ধরে রাখতে পারার শিল্প আয়ত্ত না হলে সফল শিশুসাহিত্যিক হওয়া যায় না। তাই একজন শিশুসাহিত্যিক, মনে হয় জনা কুড়ি অ্যাডাল্ট সাহিত্যিককে ভেঙে গুঁড়িয়ে মিশিয়ে পাতন করে তবেই পাওয়া যাবে। তাঁর ছোটদের লেখায়, বড়দের লেখাতেও, প্রকৃতি, গ্রাম জীবন, সহজ সরল মানুষ-পশুর সমবায়ী মিথোজীবী জীবন মিলেমিশে থাকে। গ্রামের যাত্রা থেকে নদীর স্টিমার, গাছতলার আড্ডা থেকে দুষ্টু ছেলেদের দুরন্তপনা সবটাই চোখের ওপর দেখা যায়। মনে পড়ে 'বরফের বাগান' সাহিত্য আকাদেমি পুরস্কারের জন্য শর্ট লিস্টেড হয়েছিল। সেই সময়ে বইটি পড়ার সুযোগ পেয়েছিলাম এবং মুগ্ধ হয়েছিলাম। ভাষার অনাবিল সৌন্দর্য কবিতার মতো আর ভাব বোধে দর্শনের মতো অমরেন্দ্রর লেখা এক ভিন জগতে নিয়ে যায় আমাদের।

বিষাদগাথার মতো পরিণত, জীবনদর্শী উপন্যাসের লেখক অমরেন্দ্র, ছোট গল্পের বইও লিখেছেন বেশ কয়েকটি। 'নিমফুলের মধু' বহুপাঠক ধন্য। 'দ্রৌপদীর থান' সাম্প্রতিক বই। কবিতার জগতেও তিনি নিজস্ব নির্মাণ করেছেন, ভাষাকে ভেঙে গড়েছেন। তাঁর 'ক্ষণের বচন' বইটি ছোট্ট ছোট্ট দ্বিপদী কবিতায় সমসাময়িক সমাজকে তিলে তিলে ভেঙেছে, গড়েছে, অনুবাদ করেছে।

আরেকটা বিস্ময়, বেশ কিছু নামী, সফল পত্রিকার জনক অমরেন্দ্র। যার ভেতরে অতি বিখ্যাত 'ভ্রমণ'। সবচেয়ে বাণিজ্যসফলও বটে। আজও ভ্রমণপিপাসু বাঙালি এই পত্রিকা দেখেই সিদ্ধান্ত নেয় পরের ছুটিতে কোথায় বেড়াতে যাবে। আজ এ পত্রিকার রাশ ধরে আছেন অমরেন্দ্রর সুযোগ্যা কন্যা, মহাশ্বেতা। তাছাড়াও 'কর্মক্ষেত্র', 'পেশাপ্রবেশ', দু'টিই যুগোপযোগী ভাবে সমাজের কাজে লাগতে চেয়েছে। অমরেন্দ্রর আরও কয়েকটি পত্রিকা 'নারীযুগ', 'কালের কষ্টিপাথর', 'কবিতা পরিচয়', 'ছেলেবেলা'।

যে লেখকের উপন্যাসকে নিয়ে দেবেশ রায় থেকে শুরু করে আরও অনেক বড় লেখক স্তুতি করেছেন, সম্মান দিয়েছেন বহু পাঠক, সেই লেখকের ছবি আবার অন্তর্যাত্রার সাক্ষ্য বহন করে, তাঁর ছবি মূলত অ্যাক্রিলিক রঙের এবং ইমপ্রেশনিস্ট ধারার ছবির কথাই মনে করায়। এক অপরাহ্নে তাঁর ঘরের দেওয়াল ঢাকা এইসব ছবির সামনে গিয়ে আমি স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলাম বহুক্ষণ।

বহুপ্রজ, আন্তরিক, শিল্প সাহিত্যে সারাক্ষণ ডুবে থাকা মানুষটির খোঁজ করলেই যে তাঁকে পাওয়া যাবে তা তো নয়। যখন আপনি তাঁর কাছে যেতে চাইছেন তখন তিনি হয়তো গোবি মরুতে চষে বেড়াচ্ছেন অথবা তাঁবু ফেলেছেন আফ্রিকার জঙ্গলে। তারপরেও যদি ক্বচিৎ কদাচিৎ তাঁকে বাড়িতে পেয়ে যান, সে বাড়িতে গেলে জমাটি আড্ডা, বৌদির অসম্ভব রকমের পরিশ্রমে তৈরি সুবিশাল ছাতবাগান ছাড়াও যা থাকে তা অসাধারণ চপ ও চা।

প্রণাম অমরেন্দ্রদা, আরও বহু বছর আমাদের সাহিত্য শিল্পে সম্পাদনায় ঋদ্ধ করবেন। আপনার প্রীতিকণা পেয়েছি, আপনার 'কালের কষ্টিপাথর'-এ লিখেছি, বড় যত্নের গর্বের জিনিস এইসব আমার ব্যক্তিজীবনে। আপনি লিখেছেন, 'আমার দুয়েকটা কথা/দুটো একটা দায়/বটের বীজের মতো অমরতা চায়।' সেই অমরতা আপনার হাতে এসেছে বলেই মনে হয়। অমোঘ মন্ত্রোপম আপনার শব্দাবলী।

লেখক পরিচিতি

দর্শনে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে স্নাতকোত্তর, কেন্দ্রীয় সরকারি চাকুরে। কবি ও গদ্যকার। পণ্যসংহিতা (১৯৯৬) প্রথম গ্রন্থ প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে পাঠক মহলে পরিচিতি। কৃত্তিবাস পুরস্কার ১৯৯৮ ও বাংলা আকাদেমি অনিতা সুনীল কুমার বসু পুরস্কার ২০০৬। প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ ১৭, গল্পগ্রন্থ ও নিবন্ধগ্রন্থ বেশ কয়েকটি। অনুবাদ করেন মূল ফরাসি থেকে। বিবাহসূত্রে ফরাসি ভাষাবিদ তৃণাঞ্জন চক্রবর্তীর সঙ্গে আবদ্ধ।